ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

বড় করিমপুর মৌজার দক্ষিণ মাঝিপাড়া গ্রামের জনৈক শ্রী প্রসন্ন সরকার এর ছেলে পরিতোষ সরকার (১৯) ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্ট থেকে "ভালোবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক" নামক ফেসবুক একাউন্ট-এ একটি ইসলামিক গানে ধর্ম অবমাননাকর একটি ছবি কমেন্ট বক্সে পোস্ট করেন। পার্শ্ববর্তী বড় মজিদপুর গ্রামের জনৈক উজ্জল হাসান তার ফেসবুক আইডি হতে উক্ত কমেন্ট দেখতে পেয়ে পরিতোষকে তা ডিলিট করতে বলেন। পরিতোষ উক্ত বিকৃত পোষ্টটি ডিলিট না করলে উক্ত কমেন্টকৃত ছবিটির একটি Screenshot নিয়ে নিজ ফেসবুক আইডি হতে পরিতোষের ছবিসহ, "দেখেন এই ছেলে ইসলাম ধর্মকে কতটা নিচে নামিয়ে ফেলেছে মুসলমানদেরকে কিছুই মনে করে না এর বাসা পীরগঞ্জ থানা 13 নং রামনাথপুর ইউনিয়ন বটের হাট হিন্দু পাড়ায় এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই" উল্লেখ করে একটি পোষ্ট দেয়। একই সাথে গৃহীত Screenshot ১৫/১৬ জন বন্ধুর মাধ্যমে ফেসবুকে ছড়িয়ে দিতে বলেন। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৭/১০/২০২১ ইং তারিখে উক্ত পোষ্ট স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা বড় করিমপুর জামে মসজিদের সামনে জমায়েত হতে থাকে। তারা পরিতোষ এর বাড়িতে আক্রমনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই বিষয়টি ৯৯৯ এর মাধ্যমে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবগত হবার সাথে সাথে অনুমান রাত ৮:৩০ ঘটিকায় তিনি ঘটনাস্থলে যান। স্থানীয় চেয়ারম্যান মো: ছাদেকুল ইসলামকে অবগত করলে তিনিও ঘটনাস্থলে যান। তারা সকলে মিলে স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতাকে বুঝিয়ে ঘটনাস্থল হতে বিদায় করার চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে পরিতোষ এর বাড়ির উত্তর পাশে রাস্তার পাশে থাকা খড়ের পালায় ক্ষুব্ধ জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়। ফায়ার সার্ভিস উক্ত আগুন নিয়ন্ত্রনে নেয়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় ক্ষুব্ধ জনতা কিছুটা প্রশমিত হয়। তারা পরিতোষ এর বিচার দাবি করেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিতোষকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে তারা কিছুটা শান্ত হন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দক্ষিণ মাঝিপাড়া থাকাকালীন হু-হু করে লোকজন আসতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে (অনুমান রাত ৯.৪৫-১০.০০ ঘটিকা) দেখতে পান উত্তর মাঝি পাড়ায় আগুন জ্বলছে। ক্ষুব্দ জনতা পরিতোষ এর পাড়ায় কোন ক্ষতি করতে না পারলেও উত্তর মাঝি পাড়াটি প্রায় ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে। ১৮টি বাড়িতে আগুন দেয়া হয় যেখানে কমপক্ষে ২৮ টি পরিবার বসবাস করত। একটি মন্দিরে আগুন দেয়া হয়। গ্রামের ৮৫টি পরিবারের প্রায় সবারই বাড়িতে তান্ডব চালানোসহ লুটপাট করা হয়। দুটি গরু জীবন্ত পুড়ে ফেলা হয়। স্থানীয় দরিদ্র জেলেরা অতর্কিত হামলায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান। তাদের ঘরে কোন খাবার ছিল না, সব লুট অথবা নষ্ট করা হয়। প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রায় সবাই ধানের জমির ভিতর লুকিয়ে পড়েন। পরে পুলিশ এসে ক্ষুব্দ জনতাকে ফাঁকা গুলি করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু আগুন নেভানোর আগেই দরিদ্র জেলেদের প্রায় সব সম্পদ পুড়ে যায়।

উক্ত ঘটনা সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে অবগত হয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়-

১। জনাব মো: আশরাফুল আলম
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (জেলা ও দায়রা জজ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন---- (আহবায়ক)

২। মোঃ গোলাম রব্বানী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা প্রশাসন, রংপুর (সদস্য)

৩। এম. রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন---- (সদস্য সচিব)

উক্ত কমিটিকে সরেজমিনে ঘটনার প্রকৃতচিত্র উদঘাটন, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বে কোন অবহেলা ছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক ৭ (সাত)

কর্ম দিবসের মধ্যে পুর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পর গত ২০/১০/২০২১ ইং তারিখে ঢাকা থেকে রংপুর এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পরের দিন অর্থাৎ ২১/১০/২০২১ ইং তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় পীরগঞ্জ থানাধীন বড় করিমপুর মৌজার উত্তর ও দক্ষিণ মাঝি পাড়ায় উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে আনার জন্য স্থানীয় ভিকটিম ও সংশ্লিষ্ট ২৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সকল বাড়ি পরিদর্শন করে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। সাক্ষীদের জবানবন্দী নিম্নরুপ:-

১) শ্রী কেশব চন্দ্র
পিতা: রতন চন্দ্র

একবারে অনেক লোকজন এসে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে দেয়। দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর বলে স্লোগান দিতে শুনেছি, ৮:৩০-৯ টার দিকে ঘটনা। আমার ঘরের সকল জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

২) মিলন দাস
পিতা: অমূল্য দাস

মোবাইল নং-০১৩১৭৭৩০৫৩২

ঐ গ্রামে যখন সবাই গেছে আমরা তখন গ্রামের মহতের কাছে গেছি, ঐখানে যেয়ে আমরা তার পরামর্শ চাই। উনি নিজেদের জীবন বাচাঁনোর জন্য পরামর্শ দিলেন। হামলাকারীরা এসে আমার বাড়ি লুট করেছে। পুলিশ আসার পরেই হামলা হয়েছে, হাজার হাজার লোকজন ছিল। পুলিশের কিছুই করার ছিলনা। আমরা শান্তি চাই, নিরাপত্তা চাই, এই দেশ ছেড়ে যেতে চাইনা।

৩) শ্রী নিখিল চন্দ্র দাস
পিতা: মৃত কান্তেস্বর চন্দ্র দাস

ঐ পাড়ার হামলা পুলিশ ঠেকায় দেয়। ওখানে কিছু করতে না পেরে এই পাড়ায় আসে। এই পাড়ায় এসে দোকান লুটপাট করে। এরপর আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি পরিবারসহ ধান ক্ষেতে লুকিয়ে পড়ি। এসে দেখি আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুন নেভাতে পারিনি। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিভিয়েছে।

৪) সুমী
পিতা: শ্রী অমল চন্দ্র
মোবাইল নং-০১৩১১৮৯৪৪১৩

ঐ পাড়ার কোন ছেলে কি করছে। ঐ পাড়ায় হামলায় করছে। মিটমাট হয়ে গেলে ঐ পথ দিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় আমাদের বাড়ির দিকে এসে হামলা চালায়। একটা গরু মিসিং এসে দেখি ঘর পুড়ে ছাই, ঘরের সবকিছু পুড়ে গেছে। প্রতিবেশী কেউই আসেনি আগুন নেভাইতে। পুলিশ এসে ফাকাগুলি ছুড়ছে। ঐ গুলির পর সবাই পালাইছে। ঘটনার সময় আমরা খাচ্ছিলাম। হামলা হলে দৌড়ে পালিয়েছি।

৫) বাবু ননী গোপাল

পিতা: মৃত নারায়ণ চন্দ্র

৮:৩০ সম্ভাব্য সময়ে পুলিশের গাড়ি ও চেয়ারম্যানের গাড়ি ঐ পাড়ার দিকে যায়। পরিতোষ ইন্টারনেটে কি দিছে তার জন্য ঐ দিকে গেছে। আধা ঘন্টা পর গাড়িটা হুইসেল দিয়ে করিমপুরের দিকে আগায়ে গেল। এরপর নারায়ে তাকবীর দিয়ে স্লোগান দিয়ে ঢুকছিল। প্রথম বাড়িতে আগুন দেয়ার পর কারেন্ট চলে গেল, যখন ঘর পুড়াতে লাগল আমি ভয়ে কেপে উঠি। এই বাড়ি রেখে আমরা পাশেই ছোট ভাইয়ের বাড়িতে চলে গেলাম। ফায়ার সার্ভিস একবার এসে চলে গিয়েছিল। হামলাকারীরা গ্রামে লুটপাট করে পরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার সম্পূর্ণ ঘর আরেকটা দোকন পুড়ে গেছে প্রায় ১৫ মন ধান পুড়ে গেছে, আমার ৩টা গরু পাচ্ছিনা, এক ড্রামভরা চালছিল ও বাড়ির সকল জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। আমরা নিরীহ লোক, আমরা নিরাপত্তা চাই, আমরা ভারতে যাবনা, আমার জন্ম এ দেশে আমরা ভাই-ভাই হয়ে নিরাপত্তার সাথে বাচঁতে চাই। আমরা এখন সব ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছি।

৬) আধা রানি দাস

স্বামী: ক্ষুধা রাম দাস

মোবাইল নং-০১৭৯২০২৮৫২৪

৭:০০-৭:৩০ দিকে আমি ভাত ওঠাইছি পুলিশের গাড়ি আর চেয়ারম্যানের গাড়ি ঐ পাড়ায় গেল, কিছুক্ষণের মধ্যে মাইকে ঘোষণা শুনতে পেলাম মুসলমান ভাইয়েরা এক হও, এরপর যখন খাবার খাচ্ছিলাম তখন নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর বলে হামলা চালায়। খাওয়া রেখে দু`জনে মিলে দৌড়ে পালাই। পুলিশের গুলির শব্দ পাই, এরপর সবাই চলে যাই। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে আগুন নেভায়। ছেলের ঘরের বাইসাকেল, সেলাই মেসিন, রাইস কুকার, ও স্বর্ণালংকারসহ সবকিছু নিয়ে গেছে। টিন, চাল, নগদ অর্থ ও খাবার পেয়েছি।

৭) নিরু বালা

স্বামী: রহুনী

নরেশ ও সরেশ (দুইপুত্র)

বটের হাটের মসজিদের মাইকের ঘোষণা হয় যে, মাঝিপাড়ার লোকজন আমাদের ধর্ম অবমাননা করছে। এরপর সারি সারি লোকজন আমাদের বাড়ির দিকে ছুটে আসে, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর, মালাউনদের ধর বলে ঘরে হামলা করে। আমি তখন ভাত খাচ্ছিলাম, এক গাল ভাত খেয়েছি এমন সময় হামলা হয়। আমরা দৌড়ে দান ক্ষেতে পালাই। ঘর পুড়ে দিয়েছে মটর সাইকেল, সাইকেল ও ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে দিছে। দুই বান্ডিল টিন দিছে, আমি স্বামীসহ আলাদা ঘরে থাকি। আমার ঘর পুড়েছে কিন্তু দুই ছেলে সাহায্য পাইছে কিন্তু আমি পাইনি।

৮) শোভারানী দাস

স্বামী: ভুট্ট চন্দ্র দাস

মোবাইল নং-০১৭৯৭২৮৯০৪৫

সন্ধ্যা ৭টার সময় যখন চেয়ারম্যান-মেম্বার ও পুলিশ ঐ পাড়া গেল তখন অবাক হচ্ছি যে কেন যাচ্ছে। এরপর মসজিদে ঘোষণা করা হয় যে, মুসলিম ভাইরা একত্র হও, চেয়ারম্যান/মেম্বার বলছে এ হামলা করা যাবেনা। নারায়ে তাকবীর

আল্লাহ আকবর বলে হামলা চালায় বলে মালাউনের বাচ্চাদের ধ্বংস করে দাও। লাঠি দিয়ে ঘর পেটানোর শব্দ, আর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা ভয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পালালাম। ঐ সময় বিদ্যুৎ ছিল না।পরে এসে দেখি আমার ৩টা গরু নিয়ে গেছে, ঘরে ৮হাজার টাকা ছিল তা নিয়ে গেছে শোকেজ ভেঙ্গে। কাপড়-চোপড় পুড়ে গেছে।

৯) ভুট্ট দাস

সন্ধার দিকে দেখি পুলিশের গাড়ি চেয়ারম্যানের গাড়ি ঐ পাড়ার দিকে যাচ্ছে। পরে শুনি কেউ কুরআন না কি ফেসবুকে দিছে। এর কিছুক্ষণ পর ৭:০০-৮:০০ টার দিকে হাজার হাজার লোক আক্রমন করে। আমার ৩টা গরু নিয়ে গেছে। আমরা ভয়ে পালিয়ে ধান ক্ষেতের দিকে দৌড়ে পালাই। এসে দেখি আমার ৪ টা জাল নিয়ে গেছে, টিভিটা ভেঙ্গে ফেলেছে। সরকারের সহায়তা পাইছি। আতংকে ভুগছি, কোন প্রতিবেশী মুসলিম আসেনি অদ্যাবধি, মসজিদের মাইকে সবাইকে জড় হতে বলছিল।

১০) শ্রী বিজয় দাস
পিতা: মৃত বিনয়চন্দ্র দাস
মোবাইল নং-০১৭২৪০৪৯৬৭৭

ঐ পাড়া যখন হামলা হয় তখন মন্দিরে ছিলাম ঘটনা দেখছিলাম, এর মধ্যে চেয়ারম্যান ও পুলিশ ছিল। ও পাড়ায় কন্টোলে নিয়ে আসছে। ৭টার দিকে মাইকে ঘোষণা করলো সকল মুসলমান ভাই-বোন একহও এরপর হামলাকারীরা ৭টার পর রামদা, পেট্রোল ইত্যাদি হাতে প্রথমে গোয়াল ঘরে ঢোকে, এরপর ঘরে ঢুকে জিনিপত্র লুট করেছে, তারপর যাওয়ার সময় ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেছে। ঐ সময় আমি ও আমার মাকে নিয়ে ধান ক্ষেতে যেয়ে পালিয়েছে। আমার মা সহ্য করতে না পেরে আমার মা দৌড়ে এসে ওদের হাত পায়ে ধরে গরু আর ঘরটা বাচাঁইছে কিন্তু ঘরে থাকা টিভি ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে গেছে।

১১) শ্রী সুজন চন্দ্র
পিতা: রতন চন্দ্র

জীবন বাচাঁতে দিক বিদিক ছুটে গেছি। সব নিয়ে গেছে, সব ধ্বংস করে দেছে। নিরাপত্তা চাই, শান্তিপুর্ণভাবে বাচঁতে চাই।

১২) অনিতা রানী
পিতা: শ্রী মঞ্জুন

অনুমান সন্ধ্যা ৮:০০-৮:৩০ টার ঘটনা। আমাদের পাশের পাড়ায় হৈচৈ শুনি। পুলিশ যায়। প্রশাসনের লোকজন যায়। তখন আমরা কয়েকজন এক সাথে ছিলাম পরিস্থিতি খারাপ দেখে ধানের জমিতে লুকিয়ে পড়ি। আতঙ্ক বিরাজ করছে। লোকজন এসে আশে পাশের বাড়িতে আগুন দেয়। নারায়ে তাকবীর ধরো সবাইকে।
পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে এসে দেখি বাড়িতে লুটপাট হয়েছে। আমাদের ডিসের যন্ত্রপাতি ভাংচুর করে দুই ভরি স্বর্ন নিয়ে যায়। বাড়ি ঘরে ভাংচুর করে। প্রশাসনের লোকজন একটু পরে আসে। ফাঁকা গুলি করে এদিক থেকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা এসে ঘটনা দেখি।

১৩)শ্যামলী রানি দাশ

স্বামী: পরেশ চন্দ্র

মোবাইল নং-০১৩০৫১৯৮১৫৫

৮টার দিকে মন্দির ভাংচুর করছে শব্দ চেচামেচি শুনে আমরা ভয়ে পালাই। এরপর এসে দেখি ঘরের জিনিপত্র ভাংচুর ও লুটপাট করছে। আগুন ফায়ার সার্ভিসের লোক এসে নিভিয়েছে। নগদ অর্থ, চাল, টিন, খাবার, কাপড় চোপড় ইত্যাদি পেয়েছি।

১৪) উজলি রানি

স্বামী: বলরাম দাস

৮-৯টার দিকে ঐ পাড়ায় হামলার ঘটনায় আমরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে শত শত লোকজন এসে আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়, ভাংচুর ও লুটপাট করে। আমরা জীবনের ভয়ে পালাই। ঘরে থাকা স্বর্নলংকার, টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। আমার ৩টা ছাগল ও নিয়ে গেছে।

১৫) সীফালী দাস

স্বামী: শ্রী নিবাস দাস

মোবাইল নং-০১৭৮৬৭৫৪০৪৬

আমরা জানতাম যে ঐ পাড়ায় গেছে পুলিশ আছে, আমাদের কিছুই হবেনা। মন্দিরে প্রথম ভাঙ্গচুর করে ছোট বাচ্চাসহ প্রাণ বাচাঁতে ধান ক্ষেতে পালাই। এসে দেখি সব ভাঙ্গচুর করছে। লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আমার টিভি নিয়ে গেছে। পাশের দোকানের ফ্রিজ নিয়ে গেছে, শুনেছি তারা গাড়ি নিয়ে আসছিল।

১৬)ভাদোই রানি দাশ

স্বামী: মৃত শান্তি দাশ

ঐ পাড়ায় যখন পুলিশ গেছে তখন মনে হয়েছে কিছু হবেনা। এর কিছুক্ষণ পর নারায়ে তাকবীর আল্লহ আকবর বলে হামলা চালিয়েছে। সবকিছু লুটপাট করেছে। আগুন ধরানো হয়েছে। আমার ঘরে আগুন দেয়নি। এরপর ফায়ারসার্ভিস এসে আগুন নেভায়। পরে পুলিশ আসে।

১৭) মহাদেব

পিতা- নারায়ণ চন্দ্র

সাং- বড় করিমপুর

গত ১৭/১০/২০২১ ইং তারিখ অনুমান ৮:৩০ থেকে ৯.০০ টার মধ্যে ঘটনা। পাশের গ্রামে ফেসবুকে স্টাটাস দেওয়া নিয়ে গন্ডোগোল হয়। সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন আসে। লোকজনকে থামানোর চেষ্টা করে। আমরা বাড়ীর সামনে দোকানে দাড়িয়ে ঘটনা দেখি। পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। তখন আমরা ভিতরে চলে আসি এবং যার যার জান মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। তখন শতশত লোক এসে ভাংচুর করে। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে আগুন দেয়। বউ-বাচ্চারা এবং অনেকে জান বাচাঁতে ধান ক্ষেতে লুকিয়ে পরে। আমি খানিক পরে বের হয়ে নিখিলের

বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখি। আমি গোয়াল থেকে তার দুইটা গরুর দড়ি খুলে দেই। রঞ্জিত ও তার বউ ঘটনাস্থলে ছিল এবং গ্রাম রক্ষা করার চেষ্টা করে। তারা দুইজন লুটপাটকারীকে ধরে। আমার বাড়ীতে গিয়ে দেখি ভাংচুর করা। আগুন দেয় কিন্তু লাগাতে পারেনি। মেয়েদের জন্য ২ভরি স্বর্ণ বানিয়েছিলাম তা নিয়ে যায়। আমার স্ত্রীর একভরি স্বর্ণ ও নিয়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস প্রথমে আসলে লোকজন তাদের আটক করে। তারা আসতে পারেনি, পরে মিঠাপুকুর থেকে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভায়।

১৮) শ্রী সহদেব দাস
পিতা: শ্রী নারায়ণ

২৪টা বাড়িঘরের ৩১টা ঘর আগুন দেয়া হয়েছে।
আমার ৪টা খড়ের পালায় আগুন দেয়া হয়েছে। স্বর্ণালংকার ২ভরি ও ১ লক্ষ টাকা নেয়া হয়েছে।

১৯) শ্রী নিবাস (২৫)
ব্রজেন্দ্র দাস

শনিবার সন্ধ্যায় ১ জন মারা যায়। রবিবারে দাহ করা হয়েছে, সবাই শোকার্ত। সন্ধ্যায় বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। পুলিশের গাড়ি যেতে দেখলাম। ঐ পাড়ায় পরিতোষের বাড়িতে গেল। চেয়ারম্যানের গাড়িও আসলো, মটর সাইকেল, সাইকেল, আটোতে করে মানুষ আসা শুরু করল। চেয়ারম্যান ও পুলিশ থাকায় ঐ পাড়া সেভ। ঐ পাড়ায় খড়ের পালায় আমি আগুন দেখে ফায়ার সার্ভিস খবর দেই। ঐ গ্রামে পুলিশ ও চেয়ারম্যান শান্ত করতে পেরেছে। কিছুক্ষণ পর নারায়ে তাকবীর বলে মালাউন বলে গালি দিয়ে আক্রমন শুরু হয়ে গেল। টিনে বাড়ির শব্দ, আগুন ধরায়ে দিচ্ছে একবাড়ির পর আরেক বাড়ি, একপাশ দিয়ে আগুন ধরিয়ে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। একদল আমার বাড়িতে এসে খড়ের পালায় আগুন ধরায়ে দিল। ঘরে ঢুকে ভাংচুর করে সবলুট করে নিয়ে গেল। ওদের আক্রমন দেখে আমরা মৃত্যুভয়ে পালাতে চেষ্টা করলাম। আমি আমার ট্র্যাংকটা নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পরলাম। আমাকে চড় থাপ্পড় দিয়ে ট্রাংকটা নিয়ে চলে গেল।

২০) সিরিশ চন্দ্র (৮০)
পিতা-সিয়ালু দাস

আমি বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। ভাত খেয়েছি। ঘর থেকে বের হয়ে দেখি ২০-২৫ জন লোক আমাকে দেখেই লাঠি দিয়ে পায়ে বাড়ি মারছে। আমি পড়ে গেলাম। আমার ঘরে ঢুকে একটা ছোট বাক্স ছিল তা ধরে নিয়ে গেছে।

২১) কাঞ্চন দাশ (৫০)
পিতা: কার্তিক দাস
পেশা: মৎসজীবী

৭টার দিকে রাস্তার দিকে গেলে মাইকে নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবর শুনতে পাই। দুই পাশ দিয়ে হাজার হাজার লোকজন জড় হচ্ছে। সবাই মিলে তিন রাস্তার মোড়ে। আমাদের পাড়ার লোকজন এক হই। দুই পাশ দিয়ে হই দিচ্ছে। করিমপুরে আতাউর সকলকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল। মাইকে আবার ঘেষণা আসল, করিমপুরের ৩ পাড়ার

লোকজন এক হল। আমরা সবাই ঘরে ঢুকে গেলাম। এরপর পুলিশের গাড়ি ও চেয়ারম্যানের গাড়ি আসল। সকলে মিলে এক যায়গায় গিয়ে মিটিং করল। এই দিক দিয়ে হই দিয়ে হাজার হাজার লোক আসছে ঘর থেকে দেখছি, পিকআপ গাড়ি করে লোকজন আসছে, পাচঁটা গাড়ি আসছে। প্রতিবেশী মঞ্জুরের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গেলে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ, প্রশাসন, চেয়ারম্যানসহ সকলে থাকার কারণে এই পাড়ায় কোন ক্ষতি হয়নি। পুলিশ আসার আগে আমাদের লুটপাট হয়েছে।
আমাদের নিরাপত্তা চাই। স্বাভাবিক জীবন চাই। যারা অপরাধ করেছে তাদের শাস্তি চাই।

২১) শ্রী নিপেন্দ্রনাথ সরকার (৬২)
পিতা-নরেন্দ্রনাথ সরকার

মহত হিসেবে আমার বক্তব্য আমার লোকজনের নৌকা ও জাল নষ্ট করেছে। এখন আমার লোকজন কিভাবে চলবে? কোন সাহায্য পাইনি।
আমরা যেন ভাই-ভাই আগের মত করে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারি।

২২) সুমতি বালা
স্বামীঃ দেবেন্দ্র দাস

মাইকিং হচ্ছে। আমরা শুনছি যে ঐ পাড়ায় গন্ডগোল হচ্ছে। চেয়ারম্যান মেম্বার আসছে। এই পাড়ায় পোয়ালের পুঞ্জে আগুন ধরায়ে দিছে। এরপর আমাদের বাড়িতে এসে টিনে বাড়ি মারছে আর গালি দিচ্ছে। আমরা ছেলের বউ ও বাচ্চাদের নিয়ে টিন ফাঁকা করে পালায়ে গেছি। ঘর লুট-পাট করে আগুন ধরিয়ে দিছে। আমার দুইটা গরু যার একটা ৮ মাসের বাচ্চা পেটে তা পুড়ে মারা গেছে। অটো ভ্যান পুড়ে গেছে। সহযোগিতা পেয়েছি। শান্তি চাই, ন্যায্য বিচার চাই। এখন আপনারা আছেন ভয় নাই। আপনারা চলে গেলে আমাদের কি হবে। আমাদের নিরাপত্তা দরকার।

২৩) রনজিত দাস (৩৫)
পিতা: হৃদয় বাবু

আমি মাছ মারছিলাম। শুনলাম পরিতোষ একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। মসজিদে বলছে মুসল্লি ভায়েরা আপনারা সবাই মসজিদে আসেন। আশপাশে থেকে লোকজন আসছে। আমরা মন্দিরে অবস্থান করছিলাম। পুলিশের গাড়ি ও চেয়ারম্যানের গাড়ি ঐ পাড়া গেছে। তিন মাথায় মিটিং হচ্ছে। গ্রামের মহত ননী গোপাল বলছে ঘরে ঘরে থাকেন ঐ পাড়ায় যাওয়ার দরকার নাই। ব্রিজের পাশের দোকান ও বাড়িতে আগুন দিছে। আমি প্রতিহত করতে মহতকে বললাম । মহত বলল জীবন বাঁচা । একের পর এক বাড়িতে আগুন দিচ্ছে। আর লোকজন সকলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমরা ৪ ভাই ও জ্যাঠা মিলে আমরা আমাদের বাড়িতে অবস্থান নিলাম। মা ও কাকি স্ত্রীসহ সকলে এক জায়গা থেকে লোক ধরা শুরু করলাম। মন্দিরে ননী গোপালের বাড়িতে যেয়ে দেখি কালো ব্যাগ পিছনে, হাতে পেট্রোলের বোতল। দুএকজনকে ধরার চেষ্টা করছি কিন্তু ঝাড়া দিয়ে পালিয়েছে। পেছনের পাশ দিয়ে দেখলাম সাদা গরু নিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি ভাইদের নিয়ে দৌড়ানি দিলে গরু রেখে পালিয়েছে। দেবেন্দ্রের ছেলে আমাকে বলে আমার বাড়ি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার গরু পুড়ে যাচ্ছে, আমাদের বাঁচাও। মঞ্জুরুলকে আমি ধরে দুটো চড় মারছি রাস্তায় কাস্তে হাতে পেয়ে। আরেকটাকে ধরছি যার বাড়ি গাড়াবের।

ঐখানে দু'তিন জনকে ধরছি। আমি অর্জুনের বাড়িটা বাঁচাইছি। আমরা সকলে মিলে নিজের বাড়িসহ কয়েক বাড়ি সেভ করছি অথচ আমাকে কোন সাহায্য দেয়া হচ্ছেনা। আমাদের কাউকে কিছুই দেয়া হচ্ছেনা। যদি ঐ পাড়া থেকে কয়েকজন পুলিশ এসে প্রতিহত করতে আসত তাহলে ক্ষতি কমানো যেত। আমার ভাই পন্ডিত আহত হয়েছে।

২৪) সরেস চন্দ্র
অফিসার ইনচার্জ
পীরগঞ্জ থানা, রংপুর

কুমিল্লার ঘটনার পরপরই আমরা সতর্ক অবস্থান নেই গত ১৩ অক্টোবর চৈত্রকন পূজা মন্দিরে কয়েকজন উত্তেজনা সৃষ্টি করলে আমি এসপি স্যারের নির্দেশে ঘটনাস্থলে যাই। এসপি স্যারের সহযোগিতায় বিজিবি নিয়ে টহল দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনি। ঘটনার দিন ৮ টা বাজার ৫ মিনিট পূর্বে ডিউটি অফিসার এসে আমাকে বলছে যে ৯৯৯-এ কল দিয়েছে যে, মাঝিপাড়ার এক হিন্দু ছেলে ইসলাম ধর্ম অবমাননা করেছে বলে খবর বের হয়েছে। আমি শুনেই ফোর্সসহ দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। পথিমধ্যে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে গাড়িতে বসেই ইনফর্ম করি। যেয়ে কার্লভাটের ওখানে একজন হিন্দু মহিলার সাথে দেখা হয়। তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আমি পরিতোষের বাড়িতে যাই। যেয়ে দেখি ৪০০-৫০০ উত্তেজিত জনতা, চেয়ারম্যানসহ , স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতারা উপস্থিত ছিল। আমি সকলকে নিয়ে তিন মাথায় যাই এবং অপরাধী যেই হোক তার শাস্তির ব্যবস্থা করব। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।
এসি ল্যান্ড, চেয়ারম্যনসহ সকলে মিলে আমরা তাদের বোঝাতে সক্ষম হলাম। মাইকে ঘোষণা হল আপনারা শান্ত থাকেন। আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হল। আমি ঐ দিকে থেকে ক্ষতিগ্রস্থ পাড়ার দিকে আগাই। যেয়ে দেখি কর্নারের বাড়িতে বাড়ির শব্দ ও আগুন দেখতে পেলাম। ইতোমধ্যে সার্কেল এএসপি মহোদয় উপস্থিত হন। ১৫ জন পুলিশ, পুলিশ লাইন হতে যাত্রা শুরু করছে। ওরা মুহূর্তেই গ্রামের একের পর এক বাড়ি পোড়ানো হচ্ছে। তখন আমরা ফায়ার করি এবং ওদের দৌড়ানি দেই । এরপর ফায়ার সার্ভিসের লোকজনকে নিয়ে নদীর মধ্যে পাইপ দিয়ে আগুন নেভাই।এরপর অন্যদিকে লোকজন যারা ছিল তাদেরকে আবার ধাওয়া দিলাম। এসিল্যান্ড মহোদয় ফোন দিয়ে বলল কিছু লোক একটা জায়গায় জড়ো হয়েছে। সেখানে যেয়ে ফায়ার করি এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করি। ঘটনাস্থলে হতে ২৪ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই।
আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছানর ২ থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে আরো ফোর্স ও অন্যান্য সংস্থার লোক আসলে এমন ঘটনা হয়েতো রোধ করা যেত। ঘরপুড়ে যাওয়ার পর অসহায় মানুষের কান্না আমাকে ব্যাপকভাবে ব্যথিত করছে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে আমি শক্ত থাকলেও মানুষ হিসেবে আমার কান্না পেয়েছে।
মূল হোতাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘটনার সাথে যে বা যারাই জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবেনা।

২৫) মো: ছাদিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
১৩নং রামনায়পুর, ইউপি
মোবাইল নং-০১৮২০৫১৩৬৫১

সন্ধ্যা ৭ টার দিকে ওসি আমাকে ফোন দিল যে করিমপুরের একটা ছেলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে সাথে সাথে আমি আর ওসি সাহেব পৌঁছায়ে গেলাম। পরিতোষের বাড়ির সামনে যেয়ে দেখি কয়েকজন পুলিশ। আমি যেয়ে বললাম

পরিতোষ কোন অন্যায় করলে সে বিচার হবে আমি কথা দিচ্ছি। আমি এই এলাকার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হওয়ায় এরা আমাকে সম্মান করে। তাই ওরা আমাদের কথা শুনে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা শেষে তারা ফেরত যায়। ৫ মিনিট পর পর নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবর বলে শ্লোগান দিছে। আমি আমার লোকজনকে কথা শুনাতে পারলেও অন্য ইউনিয়ন বা বাইরে থেকে যারা আসছে তারা কথা শুনেনা। ১০:০০-১০:৩০ এর দিকে আগুন দেখে দৌড়ে আসলাম। এসে আগুন নেভাই সকলকে নিয়ে। আমি এই পাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ ছিলনা ঐ পাড়া যাওয়ার জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। যারা খবর শুনে ভ্যানে মটর সাইকেলে আসছে তারা পরিতোষের বাড়িতে পুলিশসহ সকলের অবস্থান থাকায় তারা ঐ দিকে যেতে পারেনি। এরপর তারা এই গ্রামের হিন্দু বাড়ি, লুটপাট করে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। ফায়ার সার্ভিসের একটা গাড়ি আগে থেকে ছিল পরিতোষের গ্রামে একটা খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল, ঐ ঘটনার জন্য ফায়ার সার্ভিস আনা হয়েছিল। ঘটনা ঘটার পর আমি সকলের সহযোগিতা নিয়ে তালিকা করাসহ সার্বক্ষণিক অবস্থান করছি। রান্না করে খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। আমরা তাদের সাহস যোগাচ্ছি।

পর্যালোচনা:

সাক্ষীদের সাক্ষ্য, সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মাঝি পাড়ার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। উন্মত্ত জনতার ক্ষোভের বলি হয় নিরীহ দরিদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তর মাঝি পাড়া গ্রামের বাসিন্দারা।

থানা পুলিশ ও রামনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারাম্যান তাদের লোকজনসহ যখন দক্ষিণ মাঝি পাড়া গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলোকে রক্ষার চেষ্টা করতে ছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত ক্ষুব্ধ জনতাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সে সুযোগে উন্মত্ত জনতা উত্তর মাঝি পাড়া জেলে পল্লীতে ভাংচুর ও লুটপাট শুরু করে এবং সেই সাথে আগুন ধরিয়ে দেয়। অরক্ষিত উত্তর মাঝি পাড়ায় তান্ডব চালানোর সময় কিছু প্রশিক্ষিত লোকজন ছিল মর্মে সাক্ষীদের সাক্ষে জানা যায়। কেননা সাক্ষী (১) রনজিত দাস (২) শ্রী বিজয় দাস (৩) শ্রী কেশবচন্দ্র তাদের সাক্ষ্যে বলেন, 'মুখে কালো মাস্ক, কাঁধে ব্যাগ ও হাতে পেট্রোলের বোতল নিয়ে এসে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়'। মাঝি পাড়ার ঘরগুলো টিনের চালা ও টিনের বেড়া দ্বারা নির্মিত। কিছু ঘর সেমি পাকা। বিশেষ করে পাড়ার মহৎ ননী গোপালের বাড়িতে যেভাবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় তা কোনভাবেই ম্যাচের কাঠি দিয়ে লাগানো সম্ভব নয়। পেট্রোল ঢালা ছাড়া বাড়িগুলোতে আগুন দেয়া সম্ভব নয়। সাক্ষী কেশবচন্দ্র বলেন "একবারে অনেক লোকজন এসে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে দেয়"। সাক্ষী শ্রী বিজয় দাস বলেন "৭ টার দিকে মাইকে ঘোষণা করলো সকল মুসলমান ভাই-বোন এক হও এরপর হামলাকারীরা ৭ টার পর রামদা, পেট্রোল ইত্যাদি হাতে প্রথমে গোয়াল ঘরে ঢোকে। এরপর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র লুট করেছে। তারপর যাওয়ার সময় ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেছে"। সাক্ষী রনজিত দাস বলেন " মন্দিরে ননী গোপালের বাড়িতে যেয়ে দেখি কালো ব্যাগ পিছনে, হাতে পেট্রোলের বোতল" অর্থাৎ ক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো ও হাতে পেট্রোলের বোতলসহ কিছু লোকজন ছিল। তারা স্থানীয় এলাকার ক্ষুব্ধ জনতা নন। তারা প্রশিক্ষিত এবং জ্বালাও পোড়াও কাজে পারদর্শী। উপস্থিত জনতার মধ্যে নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবার বলে স্লোগান দেয়। আবার নারায়ে তাকবীর বলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়। সাধারণ সংক্ষুব্দ জনতা নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবার স্লোগান দিয়ে আক্রমণ করার কথা নয়। পরিতোষের Facebook- এ কমেন্ট এবং সেই কমেন্টের Screenshot নিয়ে মো: উজ্জ্বল হাসানের Facebook post কে কেন্দ্র করে প্রথমে স্থানীয় লোকজন বড় করিমপুর জামে মসজিদের সামনে জড়ো হন পরিতোষের বিচার করার জন্য। পুলিশ আসবার

পূর্বে ৪০০/৫০০ লোক সেখানে জড়ো হয় যা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয়। সেই ৪০০/৫০০ স্থানীয় জনতা পরিতোষের বাড়িতে আক্রমণ করেনি। পরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান তাদের সাথে কথা বলে তাদের শান্ত করেন এবং পরিতোষকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। তখন আস্তে আস্তে Facebook এর মাধ্যমে বা অন্য মাধ্যমে খবর পেয়ে চারদিক হতে এমনকি দূরদূরান্ত হতেও লোকজন আসতে থাকে। জনতার উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি বিশেষ মহল পরিকল্পিতভাবেই হিন্দু পাড়ায় আক্রমণ করে। বড় করিমপুর জামে মসজিদের সামনে প্রথম যারা জড়ো হয় তারা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যান আসার পূর্বেই পরিতোষ এর বাড়ি বা পাড়ায় আক্রমণ করতে পারতেন কিন্তু তারা তা করেননি। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে যারা একত্র হয়েছিলেন তারা পরিতোষকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে এসে ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান তাদের বুঝিয়ে নিবৃত করেন। পরিতোষ এর বাড়ি থেকে উত্তর দিকে ৩/4 মিনিট পায়ে হাটা দূরত্বে উত্তর মাঝি পাড়া। দীর্ঘ সময় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত ফোর্স না আসায় এবং তিনি সঙ্গীয় ফোর্সসহ দক্ষিণ মাঝি পাড়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য থাকায় অরক্ষিত উত্তর মাঝি পাড়ায় দুষ্কৃতিকারীরা পেট্রোলের দ্বারা আগুন দিয়া পুড়িয়ে ও ভাংচুর করে লুটপাট চালায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে এসিল্যান্ড ঘটনাস্থলে ছিলেন। তিনি ৪ জন পুলিশ ফোর্স নিয়ে যান। স্বশরীরে পরিদর্শনকালে দক্ষিণ মাঝি পাড়ায় পরিতোষের বাড়ির উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে রাস্তার উপর থাকা খড়ের পালায় আগুন দেয়া ছাড়া দক্ষিণ মাঝি পাড়ায় তেমন ক্ষতি হয়নি। পরিতোষের বাড়িতে কোন লোকজন না থাকলেও তা অক্ষত রয়েছে। তবে জেলেদের জাল চুরি করে নিয়ে যায় মর্মে সাক্ষীরা বলেন। পার্শ্ববর্তী আকিরা নদীতে দেয়া জাল তুলে নিয়ে যায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান ছাদেকুল ইসলাম সফলভাবেই উক্ত পাড়া রক্ষা করতে পেরেছেন। তবে উত্তর পাড়ায় সংক্ষুব্ধ জনতা ও দুষ্কৃতিকারীরা আগুন দিতে পারেন তা তারা ভাবতে পারেনি মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ ও জিজ্ঞাসাবাদে প্রতীয়মান হয়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দক্ষিণ পাড়া থেকে উত্তর পাড়ায় আগুন দেখতে পান। তখন তিনি টর্চের আলোতে শুধু মানুষের মাথা দেখতে পান মর্মে তদন্তকারী টিমের নিকট উল্লেখ করেন। আগুন লাগানোর পরে তিনি উত্তর পাড়ার দিকে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে পুলিশ লাইন হতে অতিরিক্ত ফোর্স এসে হাজির হয়। পুলিশ সুপারও কিছুক্ষণ পরে হাজির হন। দুই দিক হতে ফাঁকা ফায়ার ও টিয়ারসেল চার্জ করলে উপস্থিত ক্ষুব্ধ জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ২৩ জনকে এবং উত্তর মাঝি পাড়ার রঞ্জিত ৪ জনকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। রঞ্জিত এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, তিনি ও তার তিন ভাই, জ্যাঠা এবং স্ত্রী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি সামান্য ক্ষতিসহ নিজের ও আশেপাশের ২/৩টি বাড়ি রক্ষা করতে সক্ষম হন। তিনি আপসোস করে বলেন, 'যদি তার সাথে কয়েক জন পুলিশ থাকত তবে তিনি আরও বাড়ি ঘর রক্ষা করতে পারতেন'। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার সঙ্গে থাকা সীমিত ফোর্সসহ দক্ষিণ মাঝি পাড়া অরক্ষিত রেখে আসার চিন্তা করেননি। তাছাড়া উত্তর পাড়ায় আগুন দেয়া হবে এ বিষয়টিও প্রথমে তার মাথায় আসেনি। কাজেই দেখা যায় প্রায় অরক্ষিত উত্তর মাঝি পাড়ায় ক্ষুব্ধ জনতার উপস্থিতির সুযোগে একটি সংঘবদ্ধ দল পেট্রোল ঢেলে দরিদ্র হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দেয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। গরু, ছাগল, স্বর্ণ, অর্থসহ গৃহস্থালী জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে ঘর বাড়িতে ভাংচুর চালায়। ৮০ বছরের বৃদ্ধ সিরিশচন্দ্রের পায়ে আঘাত করে জখম করে। ১৮টি বাড়িতে আগুন দেয় যেখানে ২৮টি পরিবার বসবাস করত। ক্ষতির পরিমাণ জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন নির্ণয়ে কাজ করছে। ঘটনার পরপরই জেলা প্রশাসক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবস্থান করেন। পুলিশ সুপারও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাজ শুরু করেন। ফায়ার সার্ভিস আগুন লাগানোর শুরুতেই ঘটনাস্থলে ছিল তবে তারা কাজ শুরু করতে পারেনি। পরে রাস্তা হতে জনতা সরে গেলে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। একাধিক সাক্ষী ফায়ার সার্ভিস ফিরে গিয়েছে মর্মে বলে। তবে ফায়ার সার্ভিস এর দায়িত্বরত স্টেশন অফিসার রতন চন্দ্র শর্মা বলেন, তারা প্রথমে আগুন নেভানোর জন্য গেলেও উপস্থিত জনতা বাঁধা দেয় এবং গাড়িতে আঘাত করে। সে কারণে তিনি প্রথমে

কিছুটা পিছু হটে আবারও ফিরে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। তবে এইটা ঠিক যে, প্রায় সকল সাক্ষীই বলেছেন ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভায়। জীবন্ত গরু পুড়ে মারা যায়। যে গরুর দুধ বিক্রি করে সুমতি বালার সংসার চলত সেই ৮ মাসের গর্ভবতী গাভী ও অন্য একটি গরু আগুনে পুড়ে মারা যায় যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সুমি রানীর গরু মারা না গেলেও একটি গরু লুট হয় এবং একটি গরুর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পুড়ে যায়। ননী গোপালের চালসহ ড্রাম, ধান পুড়ে যায়। আরও অনেকের ঘরে থাকা ধান, চাল পুড়ে যায়। অধিকাংশ বাসিন্দা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করলেও তাদের জাল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। জমির দলিল, জাতীয় পরিচয়পত্র, বই পুস্তকসহ সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আগুনে পুড়ে যায়। মন্দিরে আগুন দেয়া হয় এবং দেবদেবীর মূর্তি ভাংচুর করা হয়। দোকান, ব্যবসার স্থান পুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গো-খাদ্য খড়ের পালা (পলের পুঁজ) পুড়িয়ে দেয়া হয়। ঘরের বেড়া লাঠির আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়। উত্তর মাঝি পাড়ায় ধর্মের নামে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে তা বর্ণনাতীত। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর এমন ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে প্রতীয়মান হয় যে, এটা পূর্বপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নারী, শিশুসহ সকলেই ধান ক্ষেতে আত্মগোপন করে তাদের জীবন রক্ষা করেন। বাচ্চা যাতে কাঁদতে না পারে সেই জন্য তার মুখ চেপে ধরে রাখেন মর্মে একজন ভুক্তভোগী নারী কমিটির নিকট উল্লেখ করেন। পরনের কাপড় ব্যতীত সকল কাপড় পুড়িয়ে দেয়া হয়। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তারা ধান ক্ষেত হতে বের হয়ে ঘটনা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। কোন কোন পরিবারে এক গ্লাস পানি খাওয়ার ব্যবস্থাও রেখে যায়নি দুর্বৃত্তরা। পীরগঞ্জ থানার রামনাথপুর ইউনিয়নের বড় করিমপুর মৌজার উত্তর মাঝি পাড়ায় যে তান্ডব চালানো হয়েছে তা দেখে বোঝা যায় যে মানবতার বিন্দু মাত্রও সেখানে দুর্বৃত্তরা দেখায় নাই। সেখানে সম্পূর্ন মানবিক বিপর্যয় ঘটে গেছে। সভ্য সমাজে যা কোনভাবেই কাম্য নয়। মানবাধিকার, সভ্যতা, শব্দগুলি এখানে ভুলন্ঠিত হয়েছে।

অনুসন্ধানকালে স্থানীয় প্রশাসনের এসিল্যান্ড, জেলা প্রশাসক, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পুলিশ সুপারের সাথে আলোচনা হয়। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৭/১০/২০২১ ইং রাত অনুমান ৮.০০ ঘটিকায় ৯৯৯ এর মাধ্যমে মাঝি পাড়ার জমায়েত বিষয়ে জানতে পারেন। তিনি পরিস্থিতি অনুধাবন করে ৪/৫ মিনিটের মধ্যে থানার কিছু ফোর্সসহ ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ঘটনাস্থলে অনুমান রাত ৮.২০ – ৮.৩০ এর মধ্যে উপস্থিত হন। যাবার সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন। পুলিশ সুপারও খবর পাবার সাথে সাথেই Emergency Response Team থেকে ১৫ জনের একটি দলকে ঘটনাস্থলে অগ্রসর হতে নির্দেশনা প্রদান করেন। জেলা প্রশাসককে অবগত করেন এবং বি.জি.বি মোতায়েনের জন্য অনুরোধ করেন। র‍্যাবের সিওকে র‍্যাব ফোর্স মুভ করাতে অনুরোধ করেন। তবে সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রংপুর হতে ঘটনাস্থলে পৌছাতে কমপক্ষে ১ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে ঘটনা যা ঘটার ঘটে যায়। তবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যানুসন্ধান কমিটির নিকট বলেন "আমি ঘটনাস্থলে পৌছানোর দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে আরও ফোর্স ও অন্যান্য সংস্থার লোক আসলে এমন ঘটনা হয়তো রোধ করা যেত"। কাজেই বোঝা যায় যথাসময়ে অতিরিক্ত ফোর্স ঘটনাস্থলে মুভ করানো হয়নি। এই বিষয়ে পুলিশের ব্যর্থতা আছে মর্মে তথ্যানুসন্ধান কমিটি মনে করে। "ভালোবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক" নামক Facebook ID তে পরিতোষের কমেন্ট করার পর হতে উজ্জল হাসান এর পোস্ট এর মধ্যবর্তী বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হয়। উজ্জল যখন পোস্ট দেয় এবং পরিতোষের কমেন্ট দেয়া বিতর্কিত ছবিটির Screenshot তার বন্ধুদের শেয়ার করেন তার পরেও বেশ কিছু সময় পাওয়া যায়। পরিতোষ ও তার বন্ধুদের Facebook Status দেখে স্থানীয় আসপাস এলাকার এমনকি দূরদুরান্ত হতে পিক আপ ভাড়া করেও ঘটনাস্থলে দুর্বৃত্তরা আসে। দুর্বৃত্তরা নিজেদের সংঘটিত করার জন্য সময় পেলেও থানা পুলিশ বা তার সোর্স ও গোয়েন্দা বাহিনী কোন খবর জানতে পারেনি বরং ৯৯৯ ফোন করে পুলিশকে অবহিত করতে হয়, যা খুবই দুঃখজনক। পুলিশ অত্যন্ত সফলতার সাথে দক্ষিণ মাঝি পাড়া রক্ষা করতে পারলেও উত্তর মাঝি পাড়া রক্ষা না করতে পারার ব্যর্থতা তাদের আছে। স্থানীয়

পুলিশ সোর্স বা গোয়েন্দা সংস্থা এখানে সম্পূর্নরুপে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকাশ্য মাইকিং, Facebook live এবং পোস্ট এর মাধ্যমে লোকজনকে একত্র করা হয়। তারা বিভিন্ন যান-বাহনে ঘটনাস্থলে আসে। দূর্বৃত্তরা পেট্রোল কেনে, পিকআপ ভাড়া করে অথবা ভ্যান, অটো, মোটরসাইকেলে ঘটনাস্থলে আসে। দীর্ঘ আয়োজন প্রকাশ্যে হলেও পুলিশ বাহিনীর কাছে কোন খবর না থাকা আশ্চর্যজনক। স্থানীয় চেয়ারম্যান ও এলাকার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। ঘটনার পরে- ঘটনার সাথে যারা জড়িত গত ২১/১০/২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার সূত্রধর উজ্জ্বল, পরিতোষ, মো: আল আমিনসহ মোট ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিছু আসামী ঘটনার সাথে জড়িত মর্মে নিজেরা দোষ স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে জানতে পারা যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে সরকার, ব্যক্তি ও এনজিও এর মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ ঘর মেরামত করে দেয়া শুরু হয়েছে যা পরিদর্শনকালে দেখা যায়। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত আছে মর্মে দেখা যায়। তবে পরিদর্শনকালে রংপুর জেলা ও মহানগরের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতাকর্মী ও ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় সবাই বলেন, তারা নিরাপত্তার শঙ্কায় আছে। ভবিষ্যতেও তারা যাতে পূর্বের ন্যায় শান্তিপূর্নভাবে বসবাস করতে পারেন, হিন্দু-মুসলিম মিলে-মিশে থাকতে পারেন এই পরিবেশ সৃষ্টির দাবি করেন।

মতামত

১) নিরীহ-নিরাপরাধ জেলেদের উপর দুষ্কৃতিকারীরা যে তান্ডব চালিয়েছে তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ঐতিহাসিক কাল হতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে ঐতিহ্য রয়েছে তা বিনষ্ট করার ঘৃণ্য চেষ্টা করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের সংবিধান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

২। কুমিল্লার ঘটনার পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়ানোর জন্য দেশব্যাপী আরও সতর্ক থাকা উচিৎ ছিল।

৩। পেট্রোলসহ অটোভ্যান, বাইক, পিকআপ ইত্যাদি যোগে এসে পরিকল্পিতভাবে দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক একের পর এক নিরাপরাধ জেলেদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়, লুটপাট করার বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থা বা পুলিশের সোর্স-এর পূর্ব হতে না জানা বা নিবৃত করতে না পারা উক্ত জেলার সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যর্থতা।

৪। যথাসময়ে ঘটনাস্থলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ার অন্যতম কারণ পারস্পারিক সমন্বয়ের দূর্বলতা।

৫। অতীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা-নির্যাতনের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার যথাযথ দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করত।

৬। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন নিরাপত্তাহীনতা ও শঙ্কার মধ্যে বসবাস করছে।

সুপারিশ:

১। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের জান-মালের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে।

২। সাম্প্রতিক ঘটনাসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগে যত মামলা হয়েছে তা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে।

গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও যথাসময়ে পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পৌঁছাতে বিলম্বের বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

৪। ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অগ্রীম তথ্য পেতে পুলিশ প্রশাসনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং ব্যবস্থা আরো জোরদারকরণ, গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধিকরণ, স্থানীয় লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুপারিশ করা যেতে পারে।

৫। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, গোয়েন্দা সংস্থা, আনসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ইত্যাদি দপ্তরসমূহের মধ্যে আরও বেশী আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা যেতে পারে।

৬। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ও আশপাশের সনাতন ধর্মালম্বীদের ট্রমা ও মনের শংকা দূর করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য মনস্তাত্তিক পরামর্শ ও সকল অংশীজনকে নিয়ে সামাজিক কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা ও সভা সেমিনারের আয়োজন করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা যেতে পারে।

২৭/১০/২০২১

(এম. রবিউল ইসলাম)
উপপরিচালক
ও
সদস্য সচিব
তথ্যানুসন্ধান কমিটি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২৭/১০/২০২১

(মোঃ গোলাম রব্বানী)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
জেলা প্রশাসন, রংপুর ও
সদস্য
তথ্যানুসন্ধান কমিটি

(মোঃ আশরাফুল আলম)
পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)
(জেলা ও দায়রা জজ) ও
সভাপতি
তথ্যানুসন্ধান কমিটি
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন